আজকের কাগজ

তারিখ 30 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ৩ ...

16

80

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিদ্যালয় প্রসঙ্গে

আহমদ শরীফ

দেশে শিগগির নাকি একটা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে একটা বেসরকারী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ঢাকা শহরে। শিক্ষা-দীক্ষায় ব্রিটিশ আমলের মুসলিমরা পিছিয়ে পড়েছিল। এ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মুসলিমরা বেশি সংখ্যায় প্রতীচ্য শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। তবে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে থাকেন, আরো পরে ব্রিটিশ বিদায়ের পর থেকে। তাঁরাই এখন সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বেকারত্ব ঘোচানোর লক্ষ্যে ও আয় বৃদ্ধির প্রেরণায় আর জনকল্যাণের প্রণোদনায় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ঢাকা শহরেই প্রতিষ্ঠিত করেন আরো দু'টো সরকারী কলেজ থাকা সত্ত্বেও। প্রতি শিক্ষার্থীকে ভর্তির সময়ে নগদ দুই লক্ষ টাকা ফি দিতে হয়, আর মাসে মাসে দিতে হয় আড়াই হাজার করে। এ হচ্ছে ঢাকা শহরে ও অন্যান্য বন্দরে বেঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ভুঁইফোঁড় উঠ্‌তি বুর্জোয়ার চাহিদা মাফিক স্কুল কিন্ডার গার্টেনের এবং শহরের ব্যয়বহুল ইংলিশ মিডিয়াম অন্য অনেক স্কুলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা। কেননা এ চিকিৎসা বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকাওলার সন্তান। গরীবের ঠাঁই নেই সেখানে। শোনা যায়, আমাদের সরকারী মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে বিদ্বান শিক্ষকের, প্রত্যাশিত মানের শিক্ষাদান ব্যবস্থার, আবশ্যিক ও জরুরী আর ব্যবহার উপযোগী যন্ত্রপাতিরও একান্ত অভাব। এ জন্যে আমাদের এখানকার কলেজগুলো থেকে পাস করা এমবিবিএসদের বিদেশে স্বীকৃত হয় না বলে ধনী সন্তানেরা বিদেশী কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় না। এ অবস্থায় বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজটি সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ শিক্ষাদানের সব ব্যবস্থা করে উঠতে পেরেছে কিনা, আমরা আনাড়ি বলেই তা জানি না।

প্রস্তাবিত বেসরকারী ও সাধারণ শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়টিও যদি উঠ্‌তি ধনী-মানী-শহুরেদের সন্তানের জন্যেই হাতীর খোরাক যোগানোর শর্তে ওই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর মতো ['এ'-'ও' লেভেল পদ্ধতির] স্থাপিত হয়, তাতে কোন বুর্জোয়া-আমলা-সাংসদ-মন্ত্রীর সন্তান উপকৃত হবে অবশ্যই, কিন্তু শোষিত-শাসিত-নিম্নবিত্তের লোকের গণমানবের তাতে কি উপকার হবে? কাদের মধ্যে এ বিদ্যার বিস্তার ঘটবে? এ প্রশ্নের, এ জিজ্ঞাসার এ কৌতূহলের জবাব এখনো অনুচ্চারিত, অঘোষিত।

অন্যদিকে বিদেশের ও বিদেশীর অনুকরণে ও অনুসরণে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে- ভর্তি চলছে। নামটি গালভরা। কিন্তু কার্যত এটি একটি বৃত্তিমূলক বিদ্যার শিক্ষণ-প্রশিক্ষণদানের সংস্থা। মনে পড়ে যখন কলেজে কলেজে অনার্স-এমএ, এমএসসি [তথা স্নাতকোত্তর] শিক্ষাদানে অনুমোদন লাভ করে, তখন কলেজীয় শিক্ষাদান নিম্নমানের হবে আশঙ্কায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পরীক্ষার ফল প্রকাশকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের ফল পৃথকভাবে প্রকাশনার দাবি জানান এবং তা যুক্তিসঙ্গত মনে করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে দাবি মেনে নেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীরা জীবিকা ক্ষেত্রে কাদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন, তা এখন বিবেচনা ও স্থির করা আবশ্যিক। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের শিক্ষার মানও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত ও সরকারীভাবে স্বীকৃত হওয়া আবশ্যিক।' এদের শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রভৃতির নীতি-নিয়ম ও গুণ-মান-মাপ-মাত্রাই বা কোন শ্রেণীর বা স্তরের হবে তা-ও এখনই নির্ধারিত ও স্বীকৃত হওয়া জরুরী। টিভিতে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঘোষিত ও বর্ণিত রূপরেখা ও শিক্ষাদানের বিষয় থেকে আমাদের মনে হয়েছে—নানা প্রতিকূলতারও অসামর্থ্যের দরুন যারা জীবিকা ক্ষেত্রে বেকারত্বেও অযোগ্যতায় ভুগছেন, তাঁরা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ স্বল্প ব্যয়ে ও প্রায় ঘরে বসে গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আমাদের অনুমান ও ধারণা যদি ঠিক হয়, তা হলে এর নাম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এর যথার্থ নাম 'বিশ্ববিদ্যার মুক্ত বিদ্যালয়' হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা হলে বিভ্রান্তি ঘুচবে। নামও হবে উদ্দেশ্যব্যঞ্জক, তথা উদ্দেশ্যের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ।

আমরা জানি ১৮৫৭ সনে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কোলকাতায়, মাদ্রাসে ও বোম্বেইয়ে তিনটে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। আর সরকারী খরচে কিছু সরকারী জেলা স্কুল স্থাপিত হয় চাকুরেদের সন্তানের শিক্ষার জন্যে, আর অসীম উদারতায় চাকুরে তৈরির জন্যে বিভাগে 'একটি করে কলেজও প্রতিষ্ঠা করে সরকার। ব্রিটিশের শিক্ষা ব্যবস্থা এতেই ছিল সীমিত। বাংলার শিক্ষিত ধনী হিন্দুরাই স্থানীয়ভাবে স্কুল এবং পরে কলেজও প্রতিষ্ঠা করে এ দেশে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটান। এখন দেশে স্কুল রয়েছে কয়েক হাজার আর কলেজও গজিয়েছে কয়েকশ'। সবগুলো ভালো চলে না। শিক্ষার মানও ক্ষোভ ও লজ্জাজনক। তবু তো লোক স্বাক্ষর হচ্ছে এ-ই সান্ত্বনা। তাছাড়া এসব স্কুল-কলেজে সন্তান পড়ানো সাধারণের সাধ্যাতীত নয়। কাজেই বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মুক্ত বিদ্যালয় বিভিন্নভাবে এগারো কোটি জনগণের চাহিদা মেটাবে—এ আমরা বিশ্বাস করি। গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে চালু বিদ্যালয়গুলোতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে গুরুত্বসহকারে বাধ্যতামূলক ইংরেজী শিক্ষাদানের ও সুষ্ঠু ব্যবস্থার দাবিদার আমরা। জ্ঞান-বিদ্যা-বিজ্ঞানের উৎস প্রতীচী, তাই একটি য়ুরোপীয় ভাষা জানা জরুরী। এ ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত ইংরেজী পাঠ-পড়ানোই আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক বইপত্রও দেশে সহজে প্রাপ্য। কিন্তু কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তিসঙ্গত হারে অর্থব্যয়ে অর্থাৎ নিম্নবিত্তের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ব্যক্তির ও সন্তানের স্বল্পব্যয়ে পড়ার অধিকার রাখা ও থাকা আবশ্যিক। এটাই আমাদের জনগণের পক্ষে একমাত্র দাবি।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীরা জীবিকা ক্ষেত্রে কাদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন, তা এখন বিবেচনা ও স্থির করা আবশ্যিক। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের শিক্ষার মানও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত ও সরকারীভাবে স্বীকৃত হওয়া আবশ্যিক। এদের শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রভৃতির নীতি-নিয়ম ও গুণ-মান-মাপ-মাত্রাই বা কোন শ্রেণীর বা স্তরের হবে তা-ও এখনই নির্ধারিত ও স্বীকৃত হওয়া জরুরী।

আহমদ শরীফ : লেখক, প্রাবন্ধিক, বুদ্ধিজীবী, সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।